এডমিরালটি কোর্ট আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৪৩ নং আইন)

এডমিরালটি এখতিয়ার সংক্রান্ত আইন বাতিল ও পুনঃপ্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু এডমিরালটি এখতিয়ার সংক্রান্ত আইন বাতিল ও পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্‌নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন এডমিরালটি কোর্ট আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "অভ্যন্তরীণ জলসীমা" অর্থ রাষ্ট্রীয় জলসীমা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের অধীন সমুদ্রের অংশ ছাড়াও, সরকার কতৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সমুদ্রের যে সকল অংশ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অন্তর্বর্তী বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা অন্তভুক্ত;

(খ) "জাহাজ" অর্থে নৌপরিবহনে ব্যবহৃত হয় এমন যে কোন জলযান (vessel) অন্তভুক্ত হইবে;

(গ) "পণ্য" অর্থে মালপত্র অন্তভুক্ত হইবে;

(ঘ) "প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

(ঙ) "বন্দর" অর্থ কোন বন্দর, পোতাশ্রয়, নদী, মোহনা, আশ্রয়, জাহাজঘাটা, খাল বা এমন কোন স্থান যেখানে কোন জাহাজ রাখার জন্য বা জাহাজকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ফিস আদায় করিবার অধিকারী;

(চ) "বন্দরসীমা" অর্থ আইন দ্বারা বা আইনের অধীন স্থিরকৃত কোন বন্দরসীমা;

(ছ) "বিমান" অর্থ এমন কোন যান যাহা বায়ুমন্ডলে বায়ুর প্রতিক্রিয়ায় শক্তি লাভ করিয়া চলিতে সক্ষম, এবং নিয়ন্ত্রিত (captive) বা অনিয়ন্ত্রিত (free) বেলুন, ঘুড়ি, ইঞ্জিনবিহীন বিমান বা উড়িবার যানও ইহার অন্তভুক্ত হইবে;

(জ) "মাষ্টার" অর্থ পাইলট বা পোতাশ্রয় মাষ্টার ব্যতীত, জাহাজ পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত বা জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী যে কোন ব্যক্তি বুঝাইবে;

(ঝ) "রাষ্ট্রীয় জলসীমা" অর্থ বাংলাদেশের স্থলভাগের বাহিরে সরকার কতৃক সময় সময় ঘোষিত এবং স্থলভূমির সীমানা হইতে পরিমাপকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানার বহিঃস্থ অভ্যন্তরীণ জলসীমা;

(ঞ) "সুপ্রীম কোর্ট" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

(ট) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ;

(ঠ) "প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি।

হাইকোর্ট বিভাগের এডমিরালটি এখতিয়ার

৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগ এডমিরালটি কোর্ট হইবে।

(২) এডমিরালটি কোর্টের নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রশ্ন বা দাবী সম্পর্কে শুনানী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার এখতিয়ার থাকিবে, যথা:-

(ক) জাহাজের দখল বা মালিকানা বা উহার শেয়ারের মালিকানা বা নিবন্ধন সার্টিফিকেট, লগবুক বা জাহাজ চলাচল ও নৌপরিবহন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সার্টিফিকেটসহ জাহাজের স্বত্ব-মালিকানার দলিল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত সকল দাবী;

(খ) জাহাজের দখল, কর্মনিয়োগ বা আয় সম্পর্কিত বিষয়ে কোন জাহাজের সহমালিকগণের মধ্যে উত্থাপিত যে কোন প্রশ্ন;

(গ) কোন জাহাজ বা উহার শেয়ারের বন্ধক বা চার্জ (charge) সংক্রান্ত দাবী;

(ঘ) কোন জাহাজ কতৃক সংঘটিত ক্ষতির দাবী;

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের ক্ষতিপূরণের দাবী;

(চ) জাহাজের ত্রুটি, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির কারণে বা জাহাজের মালিক, ভাড়াকারী, দখলকার বা নিয়ন্ত্রণকারী অথবা মালিক, ভাড়াকারী বা দখলকারের নিকট দায়ী মাষ্টার, নাবিক বা অন্য কোন ব্যক্তির বেআইনী কর্ম, অবহেলা বা ব্যর্থতার কারণে অথবা জাহাজের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, জাহাজে পণ্য বোঝাই, জাহাজ হইতে পণ্য খালাস, জাহাজে পণ্য পরিবহন, জাহাজে যাত্রী উঠানো বা জাহাজ হইতে যাত্রী নামানোর কারণে সংঘটিত প্রাণহানি বা ব্যক্তিগত ক্ষতির দাবী;

(ছ) জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্য হারাইয়া যাওয়া বা ক্ষতির দাবী;

(জ) কোন জাহাজে পণ্য পরিবহন বা কোন জাহাজের ব্যবহার বা ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি হইতে উদ্‌ভূত কোন দাবী;

(ঝ) ঈরা Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ord. XXXII of 1960) এর section 12 এর দ্বারা বা অধীন দরখাস্ত উদ্‌ভূত বা কোন বিমান, বিমানের যাত্রী বা সরঞ্জামাদি ও মালপত্র উদ্ধার সংক্রান্ত আইনের আওতায় দরখাস্ত দ্বারা আনীত দাবীসহ সমুদ্র, রাষ্ট্রীয় জলসীমা বা অভ্যন্তরীণ জলসীমা বা বন্দরে সম্পাদিত জাহাজের লোকদের জীবন রক্ষা বা জাহাজ বা জাহাজের সরঞ্জামাদি উদ্ধার বা জাহাজে রক্ষিত মালপত্র বা সম্পদ উদ্ধার কাজের জন্য যে কোন দাবী;

(ঞ) কোন জাহাজ বা বিমান টানিয়া (towage) আনা সংক্রান্ত দাবী;

(ট) কোন জাহাজ বা বিমান চালনা (Pilotage) সংক্রান্ত দাবী;

(ঠ) জাহাজ পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সামগ্রী সরবরাহ সংক্রান্ত দাবী;

(ড) জাহাজের নির্মাণ, মেরামত বা সজ্জিতকরণ বা জাহাজঘাটার খরচাদি বা দায় সংক্রান্ত দাবী;

(ঢ) জাহাজের মাষ্টার বা নাবিকের মজুরীর দাবী বা Merchant Shipping Ordinance, 1983 (XXVI of 1983), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লেখিত, এর আওতায় বা আদালতে জাহাজের মাষ্টার বা নাবিকের মজুরী হিসাবে আদায়যোগ্য অর্থ বা সম্পত্তির দাবী;

(ণ) জাহাজের মাষ্টার, পণ্য প্রেরক, ভাড়াকারী বা এজেন্ট কতৃক জাহাজের বাবদ বা জাহাজের জন্য ব্যয়কৃত অর্থ সংক্রান্ত দাবী;

(ত) সাধারণ গড়পড়তা কাজ (general average act) বা উক্তরূপ কাজ বলিয়া দাবীকৃত কাজ হইতে উত্থাপিত দাবী;

(থ) জাহাজ বা জাহাজের মাল বন্ধক, (bottomry ও respondentia) হইতে উদ্‌ভূত দাবী;

(দ) কোন জাহাজ বা কোন জাহাজ দ্বারা পরিবহনাধীন বা পরিবহনকৃত বা পরিবহন প্রচেষ্টারত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বা ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা সংক্রান্ত দাবী বা জব্দকৃত জাহাজ বা জাহাজের মালপত্র ফেরৎ প্রদান বা droits of admiralty সংক্রান্ত দাবীসহ উক্ত অধ্যাদেশ এর বিধানানুযায়ী প্রতিকার প্রদানের এখতিয়ার বা এই আইন প্রণয়নের অব্যবহিতপূর্বে এডমিরালটি কোর্ট হিসাবে হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত অথবা এডমিরালটি কোর্ট হিসাবে প্রথাগতভাবে

সামুদ্রিক জাহাজ বা বিমানের ব্যাপারে হাইকোর্ট বিভাগের যে সকল বিষয়ে এখতিয়ার ছিল, সেই সব বিষয়।

(৩) কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) (খ) এর অধীন এডমিরালটি কোর্টের এখতিয়ার অর্থে পক্ষগণের মধ্যে বকেয়া এবং অমীমাংসিত হিসাবের মীমাংসা করা, জাহাজ বা উহার শেয়ার বিক্রয় করার নির্দেশ প্রদান এবং কোর্ট যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ অন্য কোন নির্দেশ প্রদান করার ক্ষমতাও অন্তভুক্ত থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) (ঝ)-তে উল্লেখিত রক্ষা (salvage) হিসাবে দাবী অর্থে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন জাহাজ বা বিমান হইতে প্রাণরক্ষার জন্য, কোন জাহাজ বা বিমানের মালামাল, সরঞ্জাম বা ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সেবার দাবীও অন্তভুক্ত হইবে।

(৫) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানাবলী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) কোন জাহাজ বা বিমানের ক্ষেত্রে, উহা বাংলাদেশী হউক বা না হউক, নিবন্ধিত হউক বা না হউক এবং উহার মালিকের বাসস্থান বা স্থায়ী নিবাস যেখানেই থাকুক না কেন;

(খ) সকল দাবীর ক্ষেত্রে, দাবী উত্থাপনের স্থান নির্বিশেষে মালামাল বা ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার বা ভূমিতে প্রাপ্ত মালামাল বা ধ্বংসাবশেষ সংক্রান্ত দাবী;

(গ) বন্ধক ও চার্জ-এর ক্ষেত্রে, বিদেশী আইনের অধীনে সৃষ্ট বন্ধক বা চার্জসহ আইনানুগ বা ন্যায়ানুগ সকল বন্ধক বা চার্জ, নিবন্ধিত হউক বা না হউক:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই উক্ত অধ্যাদেশ-এর অধীনে আদায়যোগ্য কোন অর্থ বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

এডমিরালটি কোর্টরূপে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার প্রয়োগের পদ্ধতি

৪। (১) ধারা ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, হাইকোর্ট বিভাগের এডমিরালটি এখতিয়ার সকল ক্ষেত্রে action in personam এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) হইতে (গ) এবং (দ)-তে উল্লেখিত দাবীর ক্ষেত্রে এডমিরালটি কোর্ট হিসাবে হাইকোর্ট বিভাগের এডমিরালটি এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট জাহাজ বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে action in rem এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা যাইবে।

(৩) যদি দাবীকৃত অর্থ এমন কোন জাহাজ, বিমান বা অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় যাহার উপর সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব (maritime lien) বা অন্যবিধ চার্জ থাকে, তাহা হইলে উক্ত জাহাজ, বিমান বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে এডমিরালটি কোর্ট